ভোরের কাগজ

তারিখ 02 NOV 1998
পৃঃ ৭ কলাম ৪

৪৩

বর্তমান ছাত্ররাজনীতি ও ডাকসু নির্বাচন

আতিকুল আলম

আগামী ডিসেম্বর কি ফেব্রুয়ারিতে ডাকসু নির্বাচনের কথা শোনা যাচ্ছে। পত্রিকান্তরে এ খবর প্রকাশিতও হয়েছে। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি' অপরিবর্তিত থাকলে আগামী ডিসেম্বর বা ফেব্রুয়ারি কেন কখনোই ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। এ পরিস্থিতিতে যদি ডাকসু নির্বাচন হয়ও, তাহলে তাতে সকল ছাত্র সংগঠনের অংশগ্রহণ অনিশ্চিত থেকে যাবে। আর তেমনভাবে নির্বাচিত ডাকসু সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এতোবার উদ্যোগ নেওয়ার পরও কেন ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি এবং আমরা বলেছি হবে না, তার ব্যাখ্যা 'বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি'র মধ্যেই নিহিত।

'বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি' বলতে আমরা বোঝাতে চাচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের অবস্থান। এ কথা কারোরই অজানা নেই যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতির অন্যতম নিয়ামক হচ্ছে হল দখল। যে সংগঠন যতো বেশিসংখ্যক হল দখলে রাখতে পারে সে সংগঠনই তাদের অবস্থানকে ততো বেশি সংহত মনে করে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব হলই সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনের দখলে। এ চিত্র সব সরকারের সময়েই এক। পূর্ববর্তী সরকারের সময়েও ঐ দলের সমর্থক ছাত্র সংগঠনের কর্তৃত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব হলে অক্ষুণ্ন ছিল। এ হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি' যা গত আট বছর ধরে চলে আসছে। এ পরিস্থিতিতে যে সংগঠনের দখলে হলগুলো তারা বলছে, 'ডাকসু নির্বাচনের পরিবেশ বিদ্যমান, নির্বাচন দাও।' আর যারা হল থেকে বহিষ্কৃত তারা বলছে, 'পরিবেশ নেই, যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করে তারপর নির্বাচন দাও।' বৃহৎ দুটি ছাত্র সংগঠনই চায় হলগুলো নিজেদের দখলে এনে তারপর ডাকসু নির্বাচন করতে। কারণ হলগুলো দখলে থাকলে নির্বাচনে জয়লাভ প্রায় নিশ্চিত। বিজয় নিশ্চিত জেনে নির্বাচনে যাওয়া— এ এক অদ্ভুত মনোভাব। ডাকসু নেতাদের নির্বাচিত করা যে সাধারণ ছাত্রদের স্বাধীন সিদ্ধান্তের ব্যাপার এ বোধটিই যেন লুপ্ত হয়ে গেছে ছাত্র সংগঠনগুলোর চেতনা থেকে। এই যে বিজয় নিশ্চিত করে নির্বাচনে যাওয়ার প্রবণতা তা অনেকটা তালগাছ নিশ্চিত করে বিচারে যাওয়ার মতোই ব্যাপার। এ মনোভাব কতোটুকু গণতান্ত্রিক বা আদৌ গণতান্ত্রিক চেতনাপ্রসূত কী না সে প্রশ্ন সচেতন সকলের কাছে।

বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও এ প্রশ্নটি আজ সমাজের ভিতর থেকেই উঠে এসেছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ছাত্ররাজনীতি বা ছাত্রদের দলীয় রাজনীতি করার প্রয়োজন আছে কি না ছাত্ররাজনীতির বর্তমান প্রেক্ষিতেই এ প্রশ্ন উঠেছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ছাত্রদের অতীত প্রগতিশীল ভূমিকার কথা গৌরবের সঙ্গেই স্মরণীয় কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের ছাত্ররাজনীতির দিকে তাকালে, ছাত্রনেতাদের সচেতনতা দেখলে লজ্জা হয়। ছাত্র হিসেবে তারা মেধাবী নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কতোগুলো ইনস্টিটিউট আছে, যেখানে ছমাস, ন'মাসের কতোগুলো সার্টিফিকেট কোর্স আছে এবং চাইলে প্রায় সবাই, যাদের উচ্চ মাধ্যমিক পাসের একটি সনদ আছে, সেখানে ভর্তি হতে পারে। আমাদের ছাত্রনেতাদের প্রায় সবাই সেসব ইনস্টিটিউটের ছাত্র এবং তারা প্রায় সবাই প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ঠিকাদার। তারা সম্ভবত দুটি কাজ করেন, ঠিকাদারী লাইসেন্স ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি নবায়ন। এছাড়া আর যা করেন তা না বলাই ভালো। এদের কার অধীনে কতোজন মস্তান [বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষায় ক্যাডার] রয়েছে এবং কে কোন রাজনৈতিক নেতার আশীর্বাদপুষ্ট তাই হলো ছাত্রনেতা হওয়ার যোগ্যতার মাপকাঠি। আর তাদের বয়সেরও কোন গাছ-পাথর নেই। যদিও দুএকজন ব্যতিক্রম যে নেই তা নয় তবে সার্বিক চিত্রটি এই। এ অবস্থায় যদি কেউ ছাত্ররাজনীতি তুলে দেওয়ার কথা বলেন তাকে কি দোষ দেওয়া যায়? ছাত্ররাজনীতির বিপক্ষে যতো কথাই বলা হচ্ছে তার মূলে আছে ছাত্ররাজনীতির বর্তমান অবক্ষয় ও অধঃপতন।

ছাত্ররাজনীতির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ আমার মতে অসম্ভব। তাই আমাদের ভাবতে হবে এতে সুস্থতা ও স্বাভাবিকতা কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায়। একটি পথ আমাদের সবারই জানা, পথটি সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে দুরূহ, তা হলো রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা। কিন্তু তাদের মুখ চেয়ে বসে থাকলে কোনো দৈব প্রত্যাদেশ ছাড়া এ সমস্যার আশু সমাধান সম্ভব নয়। বরং আমাদের বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতিতে সুস্থতা আসতে পারে এবং একটি ডাকসু নির্বাচনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে। এ লক্ষ্যে আমাদের প্রস্তাবগুলো নিম্নরূপ :

প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে হলে কোনো ছাত্র সংগঠনকে অবশ্যই জাতীয় রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি পরিহার করতে হবে। যে সংগঠন তা করতে ব্যর্থ হবে, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

দ্বিতীয়ত, ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হলে প্রার্থীকে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্র হতে হবে। কোনো শিক্ষাবর্ষে যদি পাঠবিরতি থাকে তাহলে সে ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে ভোট দিতে পারবে।

তৃতীয়ত, ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের বয়সসীমা বেধে দিতে হবে।

চতুর্থত, ডাকসুর মেয়াদ এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর ডাকসুর সকল পদ (সভাপতি ব্যতীত) শূন্য হয়ে যাবে। যদি পরবর্তী নির্বাচন কোনো কারণে পিছিয়ে যায় তবুও ডাকসুর সকল পদ শূন্য থাকবে।

পঞ্চমত, ডাকসু নেতৃবৃন্দকেও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আমাদের বিবেচনায় ডাকসু নির্বাচন সম্ভব ও অর্থবহ হবে। প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রের কাছ থেকে ডাকসু ও হল ইউনিয়ন চাঁদাবাবদ যে টাকা নেওয়া হয় তার পরিমাণও নিতান্ত কম নয়। ঐতিহ্যবাহী ডাকসু বহু বছর ধরেই অকার্যকর আছে, তা আর কতোকাল এ অবস্থায় থাকবে— বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, বিবেকবান বুদ্ধিজীবী, সচেতন নাগরিক সকলের কাছে আমাদের এ প্রশ্ন।

আতিকুল আলম : শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়